জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

আরসিডি সার্কুলার নং- ৬৬/১৭

তারিখ ঃ ১৪/১১/২০১৭ খ্রিঃ
৩০ কার্তিক ১৪২৪ বাং

সকল মহাব্যবস্থাপক/ উপ-মহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয় ঃ- 'দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি' হালনাগাদকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

দেশে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়া উপযোগী দেশীয় উন্নত জাতের ও শংকর জাতীয় দুগ্ধবতী গাভী পালনে গ্রামীণ জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ২০০৮ সালে 'দুগ্ধবতী গাভী/মহিষ পালন ঋণ কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়; যা আরসিডি সার্কুলার নং-১৬/০৮ তারিখ- ২৩/০৬/২০০৮ এর মাধ্যমে জারী করা হয়। পরবর্তীতে মহিষ পালনের জন্য পৃথক সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

২.০০। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ও পল্লী খাতের মোট বরাদ্দের ১০% প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে 'দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি'র ঋণসীমা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিমালা গত ০১/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৯৬তম সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক উক্ত ঋণ কর্মসূচির নীতিমালা অনুমোদন প্রদান করা হয়। আলোচ্য দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচির নীতিমালা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

২.০১। ঋণ কর্মসূচির নাম	ঃ	দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি।
২.০২। উদ্দেশ্য	ঃ	দুগ্ধবতী গাভী পালনের মাধ্যমে গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং দুগ্ধ উৎপাদন করতঃ প্রান্তিক কৃষক, গ্রামীণ দরিদ্র বেকার/অর্ধবেকারদের (যাদের ভিটাবাড়ী আছে) ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ।
২.০৩। ঋণের প্রকৃতি	ঃ	মধ্যমেয়াদী।
২.০৪। ঋণের মেয়াদ	ঃ	৩ (তিন) বছর।
২.০৫। প্রকল্প এলাকা ও ঋণ বিতরণকারী শাখা	ঃ	সারা দেশে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখার মাধ্যমে তদারকিযোগ্য দূরত্বের মধ্যে এ ঋণ বিতরণযোগ্য হবে।
২.০৬। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা বা ঋণগ্রহীতা নির্বাচন	ঃ	ক) ঋণ আবেদনকারীর পূর্ব অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। খ) ঋণগ্রহীতার নামে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে খেলাপী ঋণ থাকতে পারবে না। গ) ঋণ আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এর স্বপক্ষে ইউপি চেয়ারম্যান/কমিশনারের প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে। ঙ) একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে এই ঋণ প্রদান করা যাবে না। চ) আবেদনকারীকে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দাখিল করতে হবে, যা শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। ছ) আবেদনকারীর নামে শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে। জ) নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে (সংযুক্তি-'ক')।
২.০৭। ঋণসীমা	ঃ	ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৪টি দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) ক্রয় করার জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে- i) প্রতিটি দুগ্ধবতী গাভীর (বাছুরসহ) ক্রয় মূল্য সর্বোচ্চ=৮০,০০০/- টাকা ii) প্রতিটি গাভীর জন্য খাদ্য ও ঔষধপত্র বাবদ =১০,০০০/- টাকা মোট =৯০,০০০/-টাকা অর্থাৎ ৪(চার)টি দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) এবং খাদ্য ও ঔষধপত্র ক্রয় বাবদ ব্যাংক ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯০,০০০ x ৪= ৩,৬০,০০০/-টাকা।
২.০৮। উদ্যোক্তার ইক্যুইটি	ঃ	প্রতিটি দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) এর জন্য ইক্যুইটির পরিমাণ ১০,০০০/- টাকা। অর্থাৎ ৪(চার)টি দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) এর জন্য ইক্যুইটির পরিমাণ ৪০,০০০/- টাকা। উল্লেখ্য, গ্রাহকের ইক্যুইটির অংশ শাখায় পরিচালিত গ্রাহকের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করতে হবে। তবে, নতুনভাবে গোয়াল ঘর/শেড তৈরির ক্ষেত্রে ইক্যুইটি সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে। উল্লেখ্য, গাভী ক্রয়ে উপরোক্ত অর্থ (ব্যাংক ঋণ ও উদ্যোক্তার ইক্যুইটি) এর চেয়ে অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন হলে তা উদ্যোক্তা কর্তৃক বহন করতে হবে।
২.০৯। সুদের হার	ঃ	৯% (পরিবর্তনশীল)।

পরবর্তী পাতা-০২

বিষয় ঃ- 'দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি' হালনাগাদকরণ প্রসঙ্গে।

২.১০। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ঃ

(লক্ষ টাকায়)

৪র্থ গ্রেড	৩য় গ্রেড	২য় গ্রেড	১ম গ্রেড	এজিএম	ডিজিএম
১.৮০				২.৭০	৩.৬০

২.১১। ঋণের জামানত ঃ ক) ক্রয়কৃত গাভী হাইপোথিকেশন থাকবে।

খ) নিয়মানুযায়ী চার্জ ডকুমেন্টস সম্পাদন করতে হবে।

গ) ঋণগ্রহীতার পক্ষে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে (বিশেষ করে এ্যাকাউন্ট হোল্ডারদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে) তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) ঋণগ্রহীতার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী/ভাই/সাবালক পুত্র/নিকট আত্মীয় এর নিকট থেকে অতিরিক্ত অঙ্গীকার নিতে হবে।

২.১২। ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ঃ ক) আবেদনকারী কর্তৃক গাভীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাপের গোয়াল ঘর/শেড তৈরিকরণ বা থাকা সাপেক্ষে এবং যাবতীয় দলিলাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের পর ঋণ হিসাব বিকলন করতঃ ঋণের অর্থ ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করতে হবে।

খ) এ ঋণের অর্থ কৃষি ঋণের পাশ বইয়ের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

২.১৩। ঋণ আদায় পদ্ধতি ঃ ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ০৩ (তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডের পর পাক্ষিক ভিত্তিতে আসল সমকিস্তিতে ও আনুপাতিক সুদের অর্থ ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে সমুদয় টাকা সুদসহ পরিশোধযোগ্য। তবে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঋণ হিসাবে জমা প্রদানের মাধ্যমেও ঋণ সমন্বয় করতে পারবে।

২.১৪। বিশেষ শর্ত ঃ ক) শাখা ব্যবস্থাপক/ব্যাংক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গাভী ক্রয় করতে হবে এবং গাভী ক্রয় করা হয়েছে মর্মে শাখা ব্যবস্থাপক/ব্যাংক কর্মকর্তার ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র নথিভুক্ত করতে হবে।

খ) গাভী ক্রয়ের রশিদ/হাসিল ঋণ ডকুমেন্টের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) গোয়াল ঘর/শেডের ছবিসহ ক্রয়কৃত গাভীর ছবি ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ) ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় গাভী বিক্রয় করতে পারবে না।

ঙ) হালনাগাদ সন্তোষজনক সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে এ ঋণ বিতরণ কার্যকর হবে।

৩.০০। তদারকি ও পরীক্ষণ ঃ ঋণ বিতরণকারী শাখা, এরিয়া/বিভাগীয় অফিস ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত কিস্তি আদায় ও ব্যবসা পরিচালনার উপর নিবিড় তদারকি করবে। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে মাঝে মাঝে ঋণগ্রহীতার বাড়ী গমন করতঃ গাভী পালনের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.০০। বরাদ্দ ঃ চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির জন্য পত্র সূত্র নং আরসিডি-৩/কৃ.ও প.ঋ./নীতিমালা ও বরাদ্দ (২০১৭-১৮)/হালিম/২০১৭ তারিখ-০৮/০৮/২০১৭ এর মাধ্যমে প্রদত্ত বরাদ্দ আন্তঃখাত/কর্মসূচি সমন্বয়পূর্বক মোট বরাদ্দের কমপক্ষে ১০% এ কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করতে হবে।

৫.০০। রিপোর্টিং ঃ শাখা কর্তৃক 'দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি'র আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিবরণ লোন লেজার ও সাবসিডিয়ারী লেজারে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং মাসিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের আরসিডি-৩ ডিপার্টমেন্ট বরাবর রিপোর্টিং করতে হবে।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য ঋণ কর্মসূচির নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক এ খাতে ঋণ বিতরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ মোস্তফা কামাল
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ [illegible] আলম
মহাব্যবস্থাপক

..... শাখা

'দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি'র আওতায় ঋণের আবেদনপত্র।

পাসপোর্ট সাইজের ছবি

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা।

বিষয় ঃ 'দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি'র জন্য ..... (কথায় .....) টাকা মধ্য মেয়াদী ঋণের আবেদন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,
আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী একজন ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক/কিষাণী/বেকার/আধাবেকার যুবক। দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে গাভী (বাছুরসহ) ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ/লালন-পালন এর জন্য আপনাদের শাখা হতে 'দুগ্ধবতী গাভী (বাছুরসহ) পালন ঋণ কর্মসূচি'র আওতায় আমি/আমরা ..... টাকা মধ্যমেয়াদী ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক। আমার/আমাদের বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ-

নাম	ঃ
পেশা	ঃ
পিতার নাম ও পেশা	ঃ
মাতার নাম ও পেশা	ঃ
স্বামীর নাম ও পেশা	ঃ
জন্ম তারিখ/বয়স	ঃ
শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে)	ঃ
বর্তমান আবাসিক ঠিকানা ও সেল ফোন নম্বর	ঃ
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
জাতীয় আইডি কার্ড নং	ঃ
বার্ষিক মোট আয়	ঃ
মোট দায় দেনার পরিমাণ (যদি থাকে)	ঃ

এমতাবস্থায়, আমি/আমরা দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে গাভী (বাছুরসহ) ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ/লালন-পালন এর জন্য ..... টাকা মধ্য মেয়াদী ঋণ মঞ্জুরি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হলে আমি/আমরা ব্যাংকের সকল প্রকার নিয়মাচার মানিয়া চলিব এবং যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। অন্যথায় ব্যাংক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুদসমেত ঋণের টাকা আদায় করতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ

পূর্ণ নাম ঃ

তারিখ ঃ

সনাক্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর ঃ

(স্কুল/কলেজের শিক্ষক/সরকারী/আধা-সরকারী
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি)

পরবর্তী পাতা-০২

ব্যাংক শাখা কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ ..... (কথায় ঃ .....) টাকা।
ক্রয়তব্য গাভীর (বাছুরসহ) সংখ্যা	ঃ .....
সুদের হার	ঃ ৯% (পরিবর্তনযোগ্য)।
ঋণের মেয়াদ	ঃ ০৩ (তিন) বছর।
গ্রেস পিরিয়ড	ঃ ০৩ (তিন) মাস।
কিস্তির সংখ্যা	ঃ ৬৬টি (৬৬টি পাক্ষিক কিস্তিতে সুদসমেত আসল আদায়যোগ্য)।
১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ	ঃ ঋণ বিতরণের ০৪ (চার)তম মাসে ১ম পাক্ষিকের ১ম দিন থেকে আদায়যোগ্য।
জামানত	ঃ ক) ক্রয়কৃত গাভী হাইপোথিকেশন থাকবে। খ) নিয়মানুযায়ী চার্জ ডকুমেন্টস সম্পাদন করতে হবে। গ) ঋণগ্রহীতার পক্ষে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে (বিশেষ করে এ্যাকাউন্ট হোল্ডার) তৃতীয় পক্ষীয় গ্যারান্টি গ্রহণ করতে হবে। ঘ) ঋণগ্রহীতার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী/ভাই/পুত্র/নিকট আত্মীয় এর নিকট থেকে অতিরিক্ত অঙ্গীকার নিতে হবে।

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

অফিসার

নামসহ সীল ও তারিখ

ম্যানেজার

নামসহ সীল ও তারিখ